সমকাল

তারিখ 16 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

খুলনায় বাবাসহ আটক ৩

দেড় বছর ধরে কলেজে যেত না সাইফুল

■ খুলনা ব্যুরো ও ডুমুরিয়া প্রতিনিধি

ঢাকায় নিহত জঙ্গি খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার নোয়াকাটি গ্রামের সাইফুল ইসলাম মোল্লা ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিল। তার বাবা আবুল খায়ের ডুমুরিয়ার সাহস ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর কোষাধ্যক্ষ, নোয়াকাটি মোল্লাবাড়ি জামে মসজিদের ইমাম। বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও প্রায় দেড় বছর ধরে কলেজে যেত না সাইফুল। চাকরি খোঁজার কথা বলে গত শুক্রবার বাড়ি থেকে ঢাকায় যায় সে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবুল খায়ের এবং এলাকার দুই যুবককে আটক করেছে ডুমুরিয়া থানা পুলিশ। তার অন্য সহযোগীদেরও সন্ধান করা হচ্ছে।

তবে ডুমুরিয়া থানার ওসি মো. হাবিল হোসেন সমকালকে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের পর দুপুরের দিকে আবুল খায়েরকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য কাউকে আটক করা হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদে আবুল খায়ের জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। অবশ্য সাইফুলের বোন ইরানী খাতুন বিকেলে জানায়, তার বাবা এখনও বাড়িতে আসেননি, থানায় আটক রয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার নোয়াকাটি গ্রামে সাইফুলদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, মানুষের ভিড়। ঘরের উপরে টিনের চালা এবং মাটির দেয়াল। ঘরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কয়েকটি জঙ্গিবাদী বই জব্দ করেছে।

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

দেড় বছর ধরে কলেজে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

এর আগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাইফুলের বাবা আবুল খায়েরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশের আরেকটি দল। তাকে এখনও থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

খুলনার পুলিশ সুপার নিজামুল হক মোল্লা সমকালকে জানান, সাইফুল শিবির করলেও কোনো পদে ছিল কি-না তার অনুসন্ধান চলছে।

এলাকাবাসী জানায়, সাইফুলের মা আসমা বেগম গৃহিণী এবং বাকপ্রতিবন্ধী। তিন ভাইবোনের মধ্যে সাইফুল সবার বড়। তার বোন ইরানী খাতুন দক্ষিণ ডুমুরিয়া আলিয়া মাদ্রাসার আলিমের (এইচএসসি) ছাত্রী এবং ছোট বোন তামান্না খাতুন রাজাপুর মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। সাইফুল ২০১১ সালে ডুমুরিয়ার উলা মজিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল (এসএসসি সমমান) এবং খুলনায় আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ২০১৩ সালে আলিম (এইচএসসি সমমান) পাস করে। এরপর বিএল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হয়।

শুক্রবার বাড়িতে গিয়েছিল সাইফুল : সাইফুলের বোন ইরানী খাতুন জানায়, চারদিন আগে গত শুক্রবার সাইফুল বাড়িতে আসে। তখন বাবা তাকে চাকরির জন্য চেষ্টা করার কথা বলে। ওইদিন বিকেলেই সে ঢাকায় চলে যায়। রোববার বিকেলে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সর্বশেষ কথা বলে সে। তখন সে পরদিন (সোমবার) বিকেলে গ্রামের বাড়িতে ফেরার কথা জানিয়েছিল। এরপর তাদের মধ্যে আর যোগাযোগ হয়নি। মঙ্গলবার সকালে তারা গ্রামের লোকজনের মাধ্যমে সাইফুলের নিহত হওয়ার খবর জানতে পারে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শফিকুল ইসলাম খান জানান, সাইফুল লেখাপড়া করত, আমরা তাকে ভদ্র হিসেবে জানতাম। তবে কারও সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলত না।

দেড় বছর কলেজে যায়নি সাইফুল : বিএল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ সাদিক জাহিদুল ইসলাম সমকালকে বলেন, সাইফুল ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে বিএল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। তবে তৃতীয় বর্ষের কোনো ক্লাসে তার হাজিরা পাওয়া যায়নি। তৃতীয় বর্ষের ফরমও পূরণ করেনি সে, পরীক্ষাও দেয়নি। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ফেল করলেও পরের বছর সে মানোন্নয়ন পরীক্ষাও দেয়নি। সব মিলিয়ে দেড় বছর আগে থেকেই কলেজের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। খুলনার আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, সাইফুল সেখানে পড়ত কি-না তার জানা নেই।

খুলনার বাসস্থান জানা যায়নি : খুলনা নগরীতে সাইফুল ইসলাম ঠিক কোথায় থাকত তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা জানান, খুলনা নগরীর দৌলতপুর এলাকায় মেসে থেকে পড়াশোনা করত সে। নগরীর দৌলতপুর থানার ওসি হুমায়ুন কবির সমকালকে বলেন, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

সাইফুলের বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ডে জন্মতারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯৬ সালের ১৩ অক্টোবর। সে হিসাবে তার বয়স প্রায় ২১ বছর।